শাব্দাপরোক্ষবাদসমীক্ষাঃ

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে বিবিধ মত বিচার

সুদীপ বাগ

পি এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধের সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

ভূমিকা

অদ্বৈতবেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শন অনুসারে সমগ্র বেদ একটিমাত্র বিষয় প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মচৈতন্যই সেই একমাত্র বিষয় যাহাতে সমগ্র বেদ সমন্বিত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের সূত্রকার মহর্ষি ব্যাস তাঁহার *ব্রহ্মসূত্রের* সমন্বয়াধ্যায় শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[১] এইরূপ অথর্ববেদীয় মহাবাক্য অনুসারে জীবাত্মা ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হওয়ায় জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয় ব্যতিরেকে প্রয়োজন, সম্বন্ধ, অধিকারী প্রভৃতি অন্যান্য অনুবন্ধ বিষয়েও জ্ঞান না থাকিলে কোনও পুরুষেরই শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না[২]। অদ্বৈতবেদান্তের একমাত্র প্রয়োজন মোক্ষ। অদ্বৈতসম্প্রদায় মোক্ষের প্রতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই কারণরূপে স্বীকার করেন।

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। চরম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান যে মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে কোনও মতভেদ না থাকিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে প্রভূত মতভেদ বিদ্যমান। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মূলতঃ তিনটি মত প্রসিদ্ধ। আচার্য মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে 'প্রসঙ্খ্যান' বা নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ বা করণ। অন্য বহু বিষয়ে *শাঙ্করভাষ্যের ভামতী* টীকার রচয়িতা ষড়্দর্শনগ্রন্থপ্রণেতা আচার্য বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনমিশ্রের মতের অনুগমন করিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে তিনি মণ্ডনমিশ্রের মত খণ্ডন

---

[১] *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, ২*

[২] "যঃ স্বজ্ঞানেন পুরুষম্ অনুবধ্নাতি প্রেয়রতি স অনুবন্ধঃ", অনুবন্ধের এইরূপ লক্ষণ অনুসারে যাহা নিজের জ্ঞানের দ্বারা জীবকে কর্মে প্রেরিত করে, তাহাই অনুবন্ধ।

করিয়া মনঃকরণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। *শাঙ্করভাষ্যের পঞ্চপাদিকা* টীকার রচয়িতা পদ্মপাদাচার্য এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণের* রচয়িতা আচার্য প্রকাশাত্মযতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন করিয়া শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে প্রচলিত এই ত্রিবিধ মতের মধ্যে কোন্ মত যুক্তিযুক্ত এবং শ্রুতি ও *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্যের* সহিত সঙ্গতিপূর্ণ তাহা নির্ধারণ করাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে *ব্রহ্মসূত্র*, *শাঙ্করভাষ্য*, মণ্ডনমিশ্র প্রণীত *ব্রহ্মসিদ্ধি*, শঙ্খপাণিপ্রণীত *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা*, *বেদান্তকল্পতরু* এবং *পরিমল* সহ বাচস্পতি মিশ্রকৃত *ভামতী*, পদ্মপাদাচার্যকৃত *পঞ্চপাদিকা*, প্রকাশাত্মযতিকৃত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, অখণ্ডানন্দমুনিকৃত *বিবরণ*টীকা *তত্ত্বদীপন*, চিৎসুখাচার্য প্রণীত *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রণীত *ন্যায়ামৃত* এবং আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে প্রসঙ্খ্যানবাদ, মনঃকরণতাবাদ এবং শাব্দাপরোক্ষবাদ বিচারিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে ব্রহ্মাবগতির করণ নিরূপণ

আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যের শেষে বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের উপায় বা সাধন নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন, "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে"[৩]। অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ এই নববিধ অনর্থের যাহা মূল হেতু সেই জগতের মূল উপাদানকারণ অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য এবং আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির নিমিত্ত সকল বেদান্তশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। এইস্থলে ভাষ্যকার স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যার প্রতিপত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তির সাক্ষাৎকারণ। উক্ত ভাষ্যের অন্তর্গত 'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রাপ্তি। *বিবরণাচার্য* অবশ্য 'প্রতিপত্তি' শব্দের এইরূপ অর্থ স্বীকার করেন নাই। উক্ত 'প্রতিপত্তি' পদের প্রকৃত তাৎপর্য চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত হইবে। *শাঙ্করভাষ্যের* এই সন্দর্ভেই বলা হইল যে আত্মৈকত্ববিদ্যা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ।

প্রশ্ন হইবে যে কীরূপ প্রমাণের দ্বারা এইরূপ আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে?

ব্রহ্মসূত্রকার এবং আচার্য শঙ্কর প্রথম অধ্যায়ের শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে যোনি বা প্রমাণ। মহর্ষি ব্যাস শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে বলিয়াছেন

---

[৩] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৫

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"[৪]। উক্ত সূত্রের পদচ্ছেদ এইরূপ – শাস্ত্রম্ ঋগ্বেদাদিঃ যোনিঃ প্রমাণং যস্য সঃ শাস্ত্রযোনিঃ, তত্ত্বং শাস্ত্রযোনিত্বং তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ বৈদিকপ্রমানত্বাৎ ব্রহ্ম বৈদিকবেদ্যম্ অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যোনি বা প্রমাণ যাঁহার তিনি শাস্ত্রযোনি। তাঁহার তত্ত্ব শাস্ত্রযোনিত্ব এবং এইরূপ শাস্ত্রযোনিত্বরূপ তত্ত্বের দ্বারা তাঁহার বৈদিকবেদ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"[৫], এইপ্রকার *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে পরব্রহ্মরূপ পুরুষ উপনিষদ্বেদ্য। ইহাতে সংশয় হইয়া থাকে, "অস্য ব্রহ্মণঃ অনুমেয়তা অপি অস্তি অথবা বৈদিকগম্যতা" । অর্থাৎ ধর্ম যেইরূপ সাধ্য পদার্থ, ব্রহ্ম সেইরূপ ক্রিয়াসাধ্য পদার্থ নহে। ব্রহ্ম সিদ্ধ বা পরিনিষ্পন্ন পদার্থ। পরিনিষ্পন্ন বা সিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে একাধিকপ্রমাণবেদ্যত্বই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ সংশয় হইয়া থাকে যে ব্রহ্ম কি অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারাও বেদ্য অথবা ব্রহ্ম বৈদিকবেদ্য? "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে এবং উক্ত সূত্রের ভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রহ্মবৈদিকবেদ্য। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিই ঐরূপ সূত্রের উপজীব্য এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে এবং ঐ সূত্রের ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উক্ত শ্রুতির দ্বারাও ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বপক্ষিগণ সূত্রকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন যে এইরূপ তৃতীয় ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা অনর্থক। কারণ পূর্ববর্তী "জন্মাদস্য যতঃ"[৬] সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্ম

---

[৪] মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, ১/১/৩, পৃঃ ৯৫

[৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[৬] মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র,* ১৯৮২, ১/১/২, পৃঃ ৮৩

জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয়ের কারণরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। পূর্ববর্তী সূত্রে ঐরূপ প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রবাক্য উদাহৃতও হইয়াছে—যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"[৭] এইরূপ *তৈত্তিরীয়* শ্রুতিই ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিহেতুত্ববিষয়ে প্রমাণ। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমান তাহা পূর্ববর্তী সূত্রেই স্থাপিত হওয়ায় "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এইরূপ তৃতীয় সূত্রকে অনর্থকই বলিতে হইবে। এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "অথবা যথোক্তং ঋদ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্ অস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাৎ এব প্রমাণাৎ জগতঃ জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম অধিগম্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ। শাস্ত্রম্ উদাহৃতঃ পূর্বসূত্রে-'যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। কিমর্থং তর্হি ইদং সূত্রম্?"[৮]।

এইপ্রকার পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তাহার নিরসন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "উচ্যতে –তত্র পূর্বসূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্য অনুপাদানাৎ জন্মাদিসূত্রেণ কেবলম্ অনুমানম্ উপন্যস্তম্ ইতি আশঙ্ক্যেত তামাশঙ্কাং নিবর্তয়িতুম্ ইদং সূত্রং প্রববৃতে—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি"[৯]। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে "জন্মাদস্য যতঃ" এইরূপ দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে অক্ষরের দ্বারা শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই। ফলতঃ শঙ্কা হইতে পারে যে পূর্বসূত্রে ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিহেতুত্ববিষয়ে অনুমান প্রমাণই উপন্যস্ত হইয়াছে। ঐরূপ আশঙ্কার নিরসন করিতেই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের অবতারণ করা হইয়াছে এবং ঐ সূত্রে ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইলে ইহাও সূচিত হইয়া থাকে যে ব্রহ্ম নিদিধ্যাসন বা উপাসনার দ্বারা অধিগত হইতে পারে না এবং মন বা অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ও ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ

---

[৭] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩/১*

[৮] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* ১৯৮২, ১/১/৩, পৃঃ ৯৯-১০০

[৯] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* ১৯৮২, ১/১/৩, পৃঃ ১০০

হইতে পারে না। ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্ব প্রতিপাদনদ্বারা ভাষ্যকার অর্থতঃ প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ অস্বীকারপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রকৃত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তাহারও সূচনা করিয়াছেন।

এই অধ্যায়ে মহর্ষি ব্যাসকৃত *ব্রহ্মসূত্র* এবং আচার্য শঙ্করকৃত *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য* অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ব্রহ্মাবগতির কারণ অতি সংক্ষেপে নিরূপন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ বিচার

'প্রসঙ্খ্যান' পদটি যোগদর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে, যোগদর্শন অনুসারে শব্দটির অর্থ হইল ধ্যান। আচার্য মণ্ডনমিশ্র প্রসঙ্খ্যানবাদী, তিনি তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের নিয়োগকাণ্ডে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইল প্রসঙ্খ্যানবাদ অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ কী? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের নিয়োগকাণ্ডে "কঃ পুনরেষ মোক্ষঃ?"[১০] অর্থাৎ এই মোক্ষ কী? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক মোক্ষের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সেই স্থলে মোক্ষস্বরূপের প্রাসঙ্গিক বিকল্পসমূহ উত্থাপনপূর্বক উহাদের খন্ডন করিয়াছেন।

উক্ত আলোচনার অবতারণা করিতে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন যে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"[১১]। এইরূপ *ছান্দোগ্য* শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মা অশরীর বলিয়া তাঁহাকে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারেনা। এইরূপ শ্রুতি অনুসারে কেহ বলিতে পারেন যে অনাগত দেহান্দ্রিয়বুদ্ধির অনুৎপত্তিকে মুক্তি বলা হউক। কিন্তু তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ উক্তমত স্বীকার করিলে মোক্ষকে প্রাগভাবস্বরূপ বলিতে হইবে, প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই বলিয়া প্রাগভাবস্বরূপ মোক্ষেরও উৎপত্তি হইবে না। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলিতে হইবে। কিন্তু আত্মপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলিলে মোক্ষের উৎপত্তি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, ফলস্বরূপ তাহা অনিত্য হইবে এবং "ন চ পুনরাবর্ততে"[১২] এইরূপ *ছান্দোগ্যো* শ্রুতি ব্যর্থ হইবে।

---

[১০] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০১০, পৃঃ ১১৯

[১১] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১২/১*

[১২] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১৫/১*

মোক্ষকে অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ অবিভাগরূপপ্রপ্তির অর্থই হইল ক্রিয়াসাপেক্ষতা। কিন্তু ব্রহ্ম "নিষ্ফলং নিষ্ক্রিয়ং"[১৩] হওয়ায় তাহার মধ্যে ক্রিয়াসাপেক্ষতা থাকিতে পারে না। অনন্তর মোক্ষকে অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি বা কার্যের কারণপ্রাপ্তিও বলা যাইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম জগতের পরিণামি উপাদান এবং জগৎ তাহার সৎকার্য এইরূপ সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত না হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত কোনও পদার্থেরই মুখ্য কার্যকারণভাব সম্ভব না হওয়ায় কার্যের কারণতাপ্রাপ্তি এইরূপ বিকল্প সিদ্ধান্তীর হইতে পারে না। অনন্তর মোক্ষকে স্বরূপপ্রাপ্তিলক্ষণাও বলা যাইতে পারে না, কারণ এই জগত ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয় নহে, ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপ মাত্র, সুতরাং জীব তাহা প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন, যাহার প্রাপ্তি হইয়াই থাকে তাহাকে আর পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষ স্বরূপপ্রাপ্তিলক্ষণাও হইতে পারে না।

এইরূপে মোক্ষের বিষয়ক বিবিধ বিকল্প খণ্ডের অনন্তর মণ্ডনমিশ্র মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে বলেন যে স্ফটিক যেমন জবাকুসুমাদি উয়াধিসকলের স্বস্বরূপতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মাও রাগাদির অপগমে নিজস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, আর অন্যরূপপ্রাপ্তি 'স্ব' শব্দের দ্বারা উপপন্নও হয় না। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিও পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইল- "পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"[১৪] অতএব মোক্ষ কার্য নহে বরং তা স্বরূপপ্রাপ্তি। তবে সেই প্রাপ্তি আগন্তুক বা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, প্রাপ্তের প্রাপ্তি। সুতরাং "ন চ অন্যত্বম্, যতঃ অবিদ্যাপগমে এবোক্তেন প্রকারেণ মুক্তিঃ"[১৫]। অর্থাৎ অন্যভাবে মুক্তি হইতে পারেনা, অবিদ্যার বিনাশ ঘটিলে, উক্তপ্রকারে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে

---

[১৩] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬/১৯*

[১৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/৩/৪*

[১৫] *মিশ্র,মণ্ডন, ব্রহ্মসিদ্ধি, ২০১০, পৃঃ ১২১-২২*

অবস্থিতিই মুক্তি। তাৎপর্য এই যে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করেন –ইহাই হইল মুক্তি।

এক্ষণে প্রশ্ন হয় যে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় কীরূপে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মণ্ডনমিশ্র তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন, "শ্রবণমননধ্যানাভ্যাসৈব্রহ্মচর্যাদিমিশ্র সাধনভেদৈঃ শাস্ত্রোক্তৈঃ"[১৬] অর্থাৎ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রবণ, মনন, ধ্যানাভ্যাস ব্রহ্মচর্যাদি সাধনের দ্বারা বিদ্যা উক্ত অবিদ্যার নিরসন ঘটাইতে পারে। প্রশ্ন হয় যে, শ্রবণ, মননাদিজন্য বিদ্যা কীভাবে অবিদ্যার নিবর্ত্তক হয়? উত্তর এই যে, "স এষ নেতি নেতি"[১৭] ইত্যাদি শ্রুতি জীবাত্মাতে অবস্থিত সকলপ্রকার ভেদপ্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিয়া থাকে। সমস্তপ্রকার ভেদপ্রপঞ্চ হইতে মুক্ত আত্মার দ্বারা কৃত শ্রবণমননপূর্বক ধ্যানাভ্যাস ভেদবুদ্ধির বিনাশক হইয়া থাকে এবং এই ভেদবুদ্ধির কারণ অবিদ্যারও বিনাশ করিয়া থাকে। এবং অবিদ্যার বিনাশ হইলে আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় এবং এই আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির প্রতি কারণ।

"আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রুতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো"[১৮] এইরূপ *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হয় যে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি উক্ত শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান বা অঙ্গী এবং কোন্‌টিই বা সেই প্রধানের অঙ্গ? কারণ আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানস্বরূপ ফলতঃ তাহার উৎপত্তির নিমিত্ত অবশ্যই করণ বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে সকল অদ্বৈতাচার্যগণই ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নত্বরূপে করণত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

---

[১৬] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২

[১৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[১৮] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

ইহার উত্তরে প্রসঙ্খ্যানবাদী মণ্ডনমিশ্র বলেন যে শ্রুতি যেহেতু আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ এবং মননের অনন্তর নিদিধ্যাসনের উপদেশ দিয়াছেন, সেহেতু নিদিধ্যাসনই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ বা প্রমাণ এবং শ্রবণ এবং মনন হইল নিদিধ্যাসনরূপ করণের অঙ্গ বা ব্যাপার। বস্তুতঃপক্ষে শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অসম্ভাবনা, মননের দ্বারা বিপরীতভাবনা নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মবিষয়ক নিরিন্তর চিন্তন বা নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

কিন্তু যদি শ্রবণকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের পূর্বে শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইবে। ফলতঃ শ্রুতি অনুসারে মননাদির উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রবণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে তর্কবিশেষ এবং তর্ককে কোনও সম্প্রদায়ই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং শ্রবণ অপ্রমাণ হওয়ায় তাহার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে নিদিধ্যাসনও বিপরীতসংস্কারনিবর্তকরূপ তর্ক, ফলতঃ উহাও অপ্রমাণ, সুতরাং, তাহার দ্বারাও প্রমা উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অতএব আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসন করণ হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে প্রসঙ্খ্যানবাদী বলেন যে কখনও কখনও অপ্রমাণ হইতেও প্রমার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যথা হস্তে কয়টি মুদ্রা আছে? এইরূপে কেহ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার উত্তরে কেহ যদি আন্দাজবশত একটি সংখ্যার উল্লেখ করিল এবং তাহা যথার্থ হইলে বলিতে হইবে যে জ্ঞানটি যথার্থ। কারণ এইস্থলে বাধিতবিষয়ত্ব নাই। বস্তুতঃপক্ষে অবাধিতবিষয়ত্বই হইল প্রমাত্ব। ব্রহ্ম অবাধিত বলিয়া তাহারও সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান নিদিধ্যাসনরূপ প্রমাণজন্যও হইতে পারে।

অনন্তর মণ্ডনমিশ্র শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া শাব্দজ্ঞান ক্ষণিক হইয়া থাকে। যদি তত্ত্বজ্ঞানকে শাব্দজ্ঞানরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানকেও ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই ক্ষণিক শাব্দবোধাত্মক তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় আবার প্রপঞ্চাবভাস উপস্থিত হইবে। সুতরাং শব্দকে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত আগমাদি প্রমাণের দ্বারা প্রায় সকলস্থলে ভ্রমের নিবৃত্তি হইলেও যেইস্থলে অবিদ্যাসংস্কার অতিদৃঢ় সেইস্থলে শব্দাদি প্রমাণের দ্বারা ভ্রমনিবৃত্তি হইতে পারে না। যথা আপ্তব্যক্তির উপদেশ হইতে প্রাপ্ত একচন্দ্রাদির জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও ঐ তাত্ত্বিক পুরুষের দ্বিচন্দ্রাদির ভ্রম হইতে দেখা যায়। এইরূপ দৃঢ় অবিদ্যাসংস্কার নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের নিদিধ্যাসন অপেক্ষিত হয়।

প্রশ্ন হয় যে, নিদিধ্যাসন কীভাবে দৃঢ়তম অবিদ্যাকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, "অভ্যাসো হি সংস্কারং দৃঢ়য়ন্ প্রতিবধ্য স্বকার্যং সংতনোতি ইত্যাদি"[১৯]। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিষয়ক শ্রৌতজ্ঞানের বারংবার আবৃত্তিস্বরূপ অভ্যাস আত্মতত্ত্বজ্ঞানের শ্রৌতজ্ঞানবিষয়ক শ্রৌতজ্ঞানজন্যসংস্কারকে দৃঢ় করে। যখন এই শ্রৌতজ্ঞানজন্যসংস্কার অবিদ্যাজনিত মিথ্যাত্মক সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক স্বকার্যকে প্রবর্তিত করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে সাক্ষাৎকারি আত্মজ্ঞপুরুষ ব্রহ্মাভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়া যান।

---

[১৯] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ৩৫

গবেষণানিবন্ধের এই অধ্যায়ে আচার্য মণ্ডনমিশ্রকৃত *ব্রহ্মসিদ্ধি* এবং শঙ্খপাণিকৃত *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা* অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনপূর্বক প্রসঙ্খ্যানবাদ উপস্থাপিত এবং বিচারিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভামতী অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মনঃকরণতাবাদ বিচার

মনঃকরণতাবাদ *ভমতী*কার বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত মতবাদ। প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসন বা ধ্যানকেই প্রধান বা অঙ্গী বা করণরূপে স্বীকার করিলেও *ভামতী*কার তাহা স্বীকার করেন নাই, বরং তিনি প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডন করিয়া সংস্কার সহকৃত মনকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি অঙ্গী বা করণরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভামতী গ্রন্থে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[২০] এই ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'অথ' পদের অর্থ নির্বচন করিতে গিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম, বেদান্তবাক্যশ্রবণজন্য নিদিধ্যাসন এবং বেদান্তবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণের করণত্ব খণ্ডন করিয়া তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি সংস্কৃত মনকেই স্বীকার করিয়াছেন।

'অথ' পদের অর্থ মঙ্গল, আনন্তর্য, আরম্ভ, প্রশ্ন এবং কার্ৎস্ন হইতে পারে। 'অথ' পদের অর্থ আরম্ভ হইতে পারে না। কারণ 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থ হইল ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে আরম্ভ করা যায় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং কৃতসাধ্যতাজ্ঞান থাকিলেই এই ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হইয়া যায়। মঙ্গলও 'অথ' পদের অর্থ হইতে পারে না। কারণ মঙ্গল বাক্যার্থের অর্থ নহে। পদের অর্থই বাক্যার্থের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, মঙ্গল 'অথ' পদের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ নহে। কিন্তু মৃদঙ্গ বা শঙ্খের ধ্বনির ন্যায় 'অথ' শব্দ শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয়। অতএব মঙ্গল 'অথ' শব্দ শ্রবণের ফলমাত্র। এইরূপে প্রশ্ন, কার্ৎস্নও 'অথ' পদের অর্থ নহে, সুতরাং আনন্তর্য অর্থেই যে 'অথ' পদ উক্ত সূত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা *ভামতী*কার ভাষ্যকার আচার্য শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

---

[২০] *ব্রহ্মসূত্র* ১/১/১

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলেন যে, 'অথ' পদের অর্থ যদি আনন্তর্যই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কর্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। অর্থাৎ কর্মই হইল ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ। এই প্রসঙ্গে *বৃহদারণ্যক* উপনিষদে বলা হইয়াছে যে "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন"[২১]। অর্থাৎ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ মতের বিরুদ্ধে *ভামতী*কার বলেন যে, বাক্যার্থজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে যজ্ঞাদির কোনও কারণতা নাই। কারণ বাক্যার্থজ্ঞান বাক্য হইতেই উৎপন্ন হয়, যজ্ঞাদি কর্ম হইতে নহে। বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি যজ্ঞাদিকে সহকারিরূপেও স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ পদ ও পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান থাকিলেই কর্মব্যতিরেকেও ব্যক্তির বাক্যার্থবোধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিহিত কর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম বাক্যার্থবোধকে অপেক্ষা করে বলিয়া বাক্যার্থবোধ কর্মের কারণ সুতরাং তাহা কর্মের কার্য হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, যজ্ঞ দানাদির দ্বারা অন্তরমল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই "তত্ত্বমসি"[২২] বাক্যদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কর্মের উপযোগিতা রহিয়াছে।

এইরূপ পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধে *ভামতী*কার বলেন যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানস্বরূপ তাহা কোনও প্রসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। কর্ম কোনও প্রসিদ্ধ প্রমাণ না হইবার কারণে তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে পারে না।

---

[২১] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/২২

[22] ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭

*ভামতী*কার প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত বলেন যে, কর্মের ন্যায় প্রসঙ্খ্যান বা ধ্যানও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মাত্মকসাক্ষাৎকার হইতে ভিন্ন ভাবনা বা উপাসনাসাধ্য সাক্ষাৎকার সংশয়াক্রান্ত হইয়া থাকে। কারণ ভাবনাজন্যজ্ঞান যথার্থরূপে বিষয়প্রকাশে অক্ষম হইয়া থাকে। যাহা বিষয়ের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহাই প্রমাণ হইয়া থাকে। ভাবনা তাহা পারে না বলিয়া অপ্রমাণ। সুতরাং ভাবনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত ভাবনাজন্য জ্ঞান প্রায়শঃই ব্যভিচারী হইয়া থাকে। যেমন- হিমাচ্ছাদিত পার্বত্যদেশে ভয়ঙ্কর শীতে কম্পমান ব্যক্ত অগ্নির চিন্তা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সেই অবস্থায় যে অগ্নির সাক্ষাৎকার করেন, তাহা কদাপি প্রমাণভূত হইতে পারে না। কারণ উহা অন্যপ্রমাণের দ্বারা সংবাদি হইতে পারে না। অতএব উপাসনা সংশয়াক্রান্ত এবং ব্যভিচারি হইবার কারণে তাহা প্রমাণই হইতে পারে না বলিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি সাধনে অক্ষম হইয়া থাকে।

*ভামতী*কার শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন করিতে বলিয়ায়ছেন যে জীবের ব্রহ্মরূপতার সাক্ষাৎকার মীমাংসাসহিত শব্দপ্রমাণের ফল নহে, বরং তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণেরই ফল। প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতেই সাক্ষাৎকারাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহাই নিয়ম। এইরূপ নিয়ম না স্বীকার করিলে কুটজবৃক্ষের বীজ হইতেও বটাঙ্কুরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত শব্দাত্মকজ্ঞান পরোক্ষই হইয়া থাকে। ফলতঃ তাহার দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন হয় যে শব্দাদির দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হইলে সেই সাক্ষাৎকার কাহার দ্বারা হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে *ভামতী*কার বলেন যে সংশয়রহিত, দৃঢ়, নিশ্চিত শাব্দভাবনার পরিপাকফলে সংস্কারপ্রাপ্ত যে অন্তঃকরণরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহা ‘ত্বম্’ পদার্থভূত অপরোক্ষ জীবচৈতন্যের তত্তৎ উপাধি

সম্বন্ধ নিষেধপূর্বক 'তৎ' পদার্থভূত পরমাত্মার সহিত অভেদসাক্ষাৎকার করাইয়া থাকে। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার ব্রহ্মস্বরূপ নহে, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ যে সাক্ষাৎকার তাহা প্রমানজন্য নহে, তাহা নিত্য। বস্তুতঃপক্ষে উক্তপ্রকার সাক্ষাৎকার এক বিশেষ বিষয়িনীবৃত্তি।

বস্তুতঃপক্ষে চৈতন্যপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তিকেই সাক্ষাৎকার বলা হইয়া থাকে, অতএব বৃত্তিরূপ সাক্ষাৎকারের বিষয় বৃত্তিদ্বারা উপহিত চৈতন্যই হইতে পারে। অন্যথা অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত না হইলে জড় অন্তঃকরণবৃত্তি স্বপ্রকাশ না হওয়ায় সাক্ষাৎকার পদবাচ্য হইবে না। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ সাক্ষাৎকারের প্রতি মনই প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে মনঃকরণতাবাদিগণ করণমহিমায় প্রমার লক্ষণ প্রদান করিয়া থাকেন এবং মনকে ইন্দ্রিয়রূপেই স্বীকার করেন। এই কারণে *কল্পতরুপরিমলকার* অপরোক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তস্মাৎ স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বং জ্ঞানাপরোক্ষ্যমিতি নির্বক্তব্যম্"[২৩]। অর্থাৎ বিষয়ভিন্ন অন্যবিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা জন্য নহে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ।

গবেষণানিবন্ধের এই অধ্যায়ে বাচস্পতিমিশ্রকৃত *ভামতী*, অমলানন্দসরস্বতীকৃত *কল্পতরু* এবং অপ্পয়দীক্ষিতকৃত *কল্পতরুপরিমল* অনুসারে প্রসঙ্খ্যানবাদ, শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদ উপস্থাপন করা হইয়াছে।

---

[২৩] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চপাদিকা এবং *বিবরণ* অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সকল অদ্বৈতবেদান্তীই মোক্ষকে জ্ঞানমাত্রসাধ্য বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞানই যে জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, তাহা সকল অদ্বৈতাচার্যই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল অদ্বৈতাচার্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎকারণরূপে স্বীকার করিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কীরূপে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে যে মূলতঃ তিনটি মত হইল মণ্ডনমিশ্র প্রণীত প্রসঙ্খায়নবাদ, বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত মনঃকরণতাবাদ এবং *বিবরণ*সম্প্রদায় প্রদত্ত। বিবরণাচার্য প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃ ক্রণতাবাদ খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

*বিবরণ*সম্প্রদায় প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ধর্মের ন্যায় শ্রুতিমাত্রগম্য। মন যে বহিরিন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় ব্রহ্মকে জানিতে পারে না তাহা অজস্র শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাও *বিবরণ*সম্প্রদায় প্রতিপাদন করিয়াছেন। *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণাচার্য* ভাষ্যকারকে অনুসরণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন "তত্ত্বমসি"[২৪] মহাবাক্য হইতেই সাক্ষাৎভাবে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের এইপ্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শব্দ পরোক্ষজ্ঞান হওয়ায় তাহা কী প্রকারে চরম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের করণ হইবে?

---

[২৪] *ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

ইহার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় করণমহিমায় জ্ঞানের এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব উপপাদন করেন না। করণমহিমায় জ্ঞানের এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব বা অপরক্ষত্ব স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ দুর্নিবার হইয়া পড়িবে। কারণ ন্যায়াদিসম্প্রদায় প্রত্যক্ষপ্রমার করণকেই প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে স্বীকার করেন। ফলতঃ তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ প্রত্যক্ষপ্রমাঘটিত। প্রত্যক্ষপ্রমার লক্ষণপ্রদান করিতে *ন্যায়সূত্র*কার বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমব্যপদেশ্যমব্যভিচারীব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"[২৫]। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষপ্রমাণ হওয়ায় মহর্ষি প্রদত্ত প্রত্যক্ষপ্রমার লক্ষণ প্রত্যক্ষপ্রমাণঘটিত। এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমা এবং প্রত্যক্ষপ্রমানের লক্ষণ পরস্পরঘটিত হওয়ায় ন্যায়াদিমতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্পরিহর হইবে। প্রশ্ন হইবে যে, তাহা হইলে *বিবরণ*সিদ্ধান্তে কী প্রকারে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়ের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে?

ইহার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, প্রমাণচৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক।

আপত্তি হইতে পারে যে, অদ্বৈতমতানুসারে প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্য স্বরূপতঃ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও উহাদের মধ্যে যে ঔপাধিকভেদ বিদ্যমান তাহা সিদ্ধান্তীকেও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সিদ্ধান্তী কীরূপে প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের মধ্যে অভেদ প্রতিপাদন করিবেন?

---

[২৫] মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়সূত্র, ন্যায়দর্শনের* -এর অন্তর্গত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ২০১১, পৃঃ ১০৪ *১/১/৪*

এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলেন যে, উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব এবং এককালিকত্ব উপহিতচৈতন্যদ্বয়ের অভেদের প্রযোজক হইয়া থাকে। যথা, ঘটাকাশ এবং মঠাকাশের অবচ্ছেদক উপাধিদ্বয় ঘট এবং মঠ ভিন্ন হইলেও ঘট মঠান্তর্বর্তী হইলে উপাধিদ্বয় একদেশস্থ এবং এককালিক হইলে ঘটাকাশ মঠাকাশ হইতে ভিন্ন হয় না। *বেদান্ত-পরিভাষা* গ্রন্থে জ্ঞানগতপ্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইস্থলে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতমতানুসারে যোগ্য বর্তমান বিষয়ের সহিত প্রমাণচৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণবৃত্তির একদেশস্থত্বই প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদের প্রযোজক। অনুরূপভাবে অদ্বৈতী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক। এইস্থলে 'অভেদ' পদের অর্থ ঐক্য নহে। কিন্তু প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বাভাবই এইস্থলে 'অভেদ' পদের অর্থ।

বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তী "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম"[২৬] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* উপনিষদ্ অনুসারে চৈতন্যকেই একমাত্র অপরোক্ষস্বভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত 'সাক্ষাৎ' পদের লৌকিক অর্থ দৃষ্টীকর্তা বা দ্রষ্টা, "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" ব্যাকরণের এই নিয়মানুসারে 'সাক্ষাৎ' পদ সাধারণতঃ অপরোক্ষ দৃষ্টিকর্তা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্ম বিষয়ে 'সাক্ষাৎ' বিশেষণ প্রয়োগের অনন্তর 'অপরোক্ষাৎ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে কেন? শ্রুত্যন্তর্গত 'অপরোক্ষাৎ' পদে প্রযুক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরই বা তাৎপর্য কী? আচার্য সুরেশ্বর বিরচিত *বৃহদারণ্যকভাষ্যে* এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। সুরেশ্বর উক্ত শ্রুতির *বার্ত্তিকে* বলিয়াছেন, "যদি বা দ্রষ্টরিপ্রাপ্তে

[২৬] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/১*

সাক্ষাদিতি বিশেষণাৎ। তৎপ্রসঙ্গনিবৃত্ত্যর্থম্ অপরোক্ষাদিতীর্যতে। দ্রষ্ট্-দর্শন-দৃশ্যার্থপ্রাপ্তাবাদ্যবিশেষণাৎ। লোকবৎ তন্নিষেধার্থমপরোক্ষাদিতীর্যতে"। বার্ত্তিকশ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য এইপ্রকার- ব্রহ্মচৈতন্যবিষয়ে 'সাক্ষাৎ' এইরূপ প্রথমবিশেষণ প্রয়োগের ফলে তাঁহার দৃষ্টিকর্তৃত্ব উপস্থিত হয় বলিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মবিষয়ে 'অপরোক্ষাৎ' এই দ্বিতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অপরোক্ষাৎ' এইরূপ শ্রুত্যন্তর্গত দ্বিতীয় বিশেষণে যে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ 'অপরোক্ষাদপি অপরোক্ষম্'। ব্রহ্মচৈতন্যবিষয়ে 'সাক্ষাৎ' বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে ব্রহ্মের দৃষ্টিকর্তৃত্ব উপস্থিত হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্য বস্তুতঃপক্ষে দৃষ্টিকর্তা নহেন তিনি দৃশিস্বরূপ। তাঁহার নিকট বিষয় উপস্থিত হইলে বিষয় প্রকাশস্বরূপ বা দৃশিস্বরূপের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে দৃশিস্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হইলে নির্গুণ চৈতন্য দৃষ্টিকর্তৃরূপে বা দ্রষ্টৃরূপে অনুভূত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। চৈতন্যের দৃষ্টিকর্তৃত্ব নিষেধ করিবার জন্যই শ্রুত্যন্তর্গত 'অপরোক্ষাৎ' পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রহ্মবিষয়ে 'সাক্ষাৎ' বিশেষণ প্রয়োগের ফলে তাঁহার দৃষ্টিকর্তৃত্ব উপস্থিত হওয়ায় দর্শন ক্রিয়া এবং দৃশ্যবিষয়ের সহিত তাঁহার ভেদও উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তুতঃপক্ষে সকলপ্রকার ভেদরহিত। আদ্যবিশেষণ প্রয়োগের ফলে ব্রহ্মে যে ভেদ উপস্থাপিত হয়, দ্বিতীয় বিশেষণের অন্তর্গত পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সেই ভেদেরও নিষেধ করা হইয়াছে। এইরূপ অপরোক্ষস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্যে যে বিষয় অভেদসম্বন্ধে অধ্যস্ত তাহাই অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিষয় যদি প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয় বা প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তারহিত হয়, তাহা হইলে শব্দপ্রমাণের দ্বারাও সেই বিষয়ে অপরোক্ষানুভব হইতে পারে। প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধবিষয়ে যে শব্দপ্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষানুভব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বিবরণসম্প্রদায় একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

নৌকারোহণে দশ ব্যক্তি কোনও স্থানে গমন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে কোনও যাত্রী যদি সকল যাত্রীকে গণনা করিবার সময় ভ্রমবশতঃ বারংবার নিজেকে গণনা না করেন, তাহা হইলে ঐরূপ ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত অন্য কেহ বলিতে পারেন, "দশমস্ত্বমসি"। এইরূপ বাক্য শ্রবণের অনন্তর গণনাকারী ব্যক্তির অপরোক্ষ অনুভব হয় যে, তিনিই দশম ব্যক্তি। এইরূপ দৃষ্টান্তবলে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলেন যে, বিষয়টি যদি প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে শব্দপ্রমাণ হইতেও পরোক্ষ শাব্দবোধ উৎপন্ন না হইয়া অপরোক্ষানুভব উৎপন্ন হইতে পারে। অনুরূপভাবেই মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সকল অসম্ভাবনাবুদ্ধি এবং বিপরীতসম্ভাবনাবুদ্ধির নাশ হইলে "তত্ত্বমসি"[২৭] মহাবাক্য পুনঃশ্রবণের ফলে অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উদয় হইতে পারে। শ্রবণের দ্বারা বা শব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তি হয় বলিয়া "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[২৮] এইরূপ শ্রুতিতে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে, সেই শ্রবণাদির মধ্যে শ্রবণই প্রধান বা অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ বলিয়া অপ্রধান।

পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য, পঞ্চপাদিকাবিবরণ প্রণেতা প্রকাশাত্মযতি বিবিধ যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে মন বা নিদিধ্যাসন কোনওভাবেই প্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে না। *বিবরণ*সম্প্রদায়ের মধ্যেও অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্ব বিষয়ে মতত্রয় পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে প্রথম মতানুসারে শব্দ প্রথমে অসংস্কৃত অন্তঃকরণে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করিয়া থাকে, অনন্তর শ্রবণাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মত হইল নিদিধ্যাসনের

---

[২৭] *ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬/৮/৭*

[২৮] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

পরিপাক হইলে সেইরূপ নিদিধ্যাসনসহকৃত শব্দপ্রমাণ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। বিবরণাচার্য উক্ত দুই মতকে "অন্যং মতম্"[২৯]। তিনি উক্ত দুই মত স্বীকার না করিয়া বলেন যে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইবে।

গবেষণানিবন্ধের এই অধ্যায়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ, মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন এবং শ্রবণাঙ্গিত নিরূপন প্রভৃতি বিষয় পদ্মপাদাচার্যকৃত *পঞ্চপাদিকা* এবং প্রকাশাত্মযতিকৃত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* এবং *তত্ত্বদীপন* টীকা সহায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

[২৯] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্*-এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

*তত্ত্বপ্রদীপিকা*কার চিৎসুখাচার্য শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। *বিরবরণ*সিদ্ধান্তের বিশেষ প্রবক্তা চিৎসুখাচার্য তাঁহার *তত্ত্বপ্রদীপিকা* গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে বিবিধ আপত্তিসমূহ উত্থাপনপূর্বক তাহার খণ্ডন করিয়া শাব্দাপরোক্ষবাদকে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপনের নিমিত্ত তিনি যুক্তিজাল বিস্তারের দ্বারা অতিসূক্ষ্ম বিচারসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। সেই বিচার বর্তমান অধ্যায়ে আরব্ধ হইতেছে।

তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে বেদান্তবাক্য শব্দস্বরূপ সুতরাং শব্দ যে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক তাহা কীরূপে সিদ্ধ হয়? বস্তুতঃপক্ষে অপরোক্ষজ্ঞানের যাহা জনক তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা হয়। সুতরাং বাক্যজন্যজ্ঞান অপরোক্ষ হইলে শব্দও প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইয়া যাইবে। কিন্তু শব্দ প্রতক্ষপ্রমাণ নহে, তাহা পরোক্ষপ্রমাণ। অতএব কোনপ্রকারেই শব্দকে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক বলা যাইতে পারে না।

শব্দকে অপরোক্ষপ্রমার জনকরূপে স্বীকার করিলে ধর্মাধর্ম প্রতিপাদক শব্দজন্যধর্মাধর্মজ্ঞানও অপরোক্ষরূপে স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মাধর্মবিষয়কজ্ঞান অপরোক্ষ হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং শব্দজন্য জ্ঞান কী করিয়া অপরোক্ষ হইবে? এই অভিপ্রায়েই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ননু কথমপরোক্ষজ্ঞানজনকতা শব্দস্য। তথা সত্যপরোক্ষপ্রমিতিকরণতয়া প্রত্যক্ষান্তর্ভাবপ্রসঙ্গাৎ, ধর্মাধর্মপ্রতিপাদকবাক্যেষ্বদর্শনাচ্চ"[৩০]।

---

[৩০] চিৎসুখমুনি, প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২২, পৃঃ ৫২৯

ইহার বিরুদ্ধে শাব্দপরোক্ষবাদী বইলতে পারেন যে, "দশমস্ত্বমসি"প্রভৃতি বাক্যজন্যজ্ঞান অপরোক্ষ হইয়া থাকে এবং ইহা অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং শব্দজন্যজ্ঞানকে অপরোক্ষরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলেন যে, "দশমস্ত্বমসি" স্থলে ঐ বাক্যজন্যজ্ঞান অপরোক্ষ নহে, কারণ সেই স্থলেও বাক্যশ্রবণের অনন্তর ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি বিদ্যমান থাকায় অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উহা শাব্দাপরোক্ষবাদের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ ঐ দৃষ্টান্তস্থলে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, শব্দ সহকারিমাত্র।

পূর্বপক্ষী আরও বলেন যে, শাব্দাপরোক্ষবাদী যে বিষয়গত অপরোক্ষত্বকে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করেন, সেই অপরোক্ষত্বের অর্থ কী সাক্ষাৎকারত্বজাতিমত্ত্ব অথবা অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্ব?

অপরোক্ষত্বকে সাক্ষাৎকারজাতিমত্ত্বরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ সাক্ষাৎকারজাতিমত্ত্বকে অপরোক্ষত্বরূপে স্বীকার করিলে "বিমতং শাব্দজ্ঞানম্ অপরোক্ষম্ অপরোক্ষবিষয়কত্বাৎ, সুখবৎ" এইরূপ অনুমানে 'অপরোক্ষবিষয়কত্বরূপ' হেতু ব্যভিচারি হইয়া পড়িবে। কারণ 'অয়ং ঘটঃ' এই আকারের শব্দ দ্বারা অপরোক্ষ ঘটবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

অপরোক্ষব্যববহারহেতুত্বরূপেও অপরোক্ষত্বকে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে অপরোক্ষত্ব অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইইয়া পড়িবে, কারণ অবিদ্যার দ্বারাই অপরোক্ষব্যবহার উপপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ অবিদ্যা আত্মবিষয়ক হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিষয়ক অপরোক্ষত্বব্যবহারই হয় না।

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার উত্তরে শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলেন যে, পূর্বপক্ষী প্রদও উক্তপ্রকার অনুমান যথার্থ নহে কারণ, শ্রুতির দ্বারাই শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতির অবিরুদ্ধ প্রমাণই বিষয়ের স্থাপক হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্বপক্ষী প্রদত্ত উক্ত অনুমান শ্রুতির সহিত বিরোধী হইতেছে, সেইহেতু উহা পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব পূর্বপক্ষী প্রদত্ত অনমান শ্রুতির দ্বারা বাধিত বাধিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত "দশমস্ত্বমসি" স্থলে 'শব্দত্ব'রূপ হেতুতে অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাভাব নাই বরং তাহার মধ্যে অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বই রহিয়াছে, ফলতঃ শব্দ অনৈকান্তিক হইয়া যায়। অতএব পূর্বপক্ষী প্রদত্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য নহে।

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ শব্দের অপরোক্ষত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলেন যে, পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন যে, যদি শব্দকে অপরোক্ষপ্রমার জনকরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শব্দও প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে। ইহার বিরদ্ধে সিদ্ধান্তী বলেন যে, শব্দপ্রত্যক্ষপ্রমাজনকমাত্রই প্রত্যক্ষপ্রমাণ হয় না। যেমন যোগিমন বাহ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করিলেও কেহ যোগিমনকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। অনুরূপভাবে "দশমস্ত্বমসি" স্থলে শব্দও অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইলেও তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

গবেষণানিবন্ধের এই অধ্যায়ে চিৎসুখাচার্যকৃত *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* এবং প্রত্যক্স্বরূপকৃত *নয়নপ্রসাদিনী* অবলম্বনে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকহেতুতাবিষয়ে পূর্বপক্ষ খণ্ডণপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ আলোচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়ামৃত অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ উত্থাপন

পূর্বপূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রসনঙ্খ্যানবাদিগণ নিদিধ্যাসনকে এবং মনঃকরণতাবাদিগণ সংস্কৃত মনকেই আত্মদর্শনের প্রতি অঙ্গী বা করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু *বিবরণ*সম্প্রদায় নিদিধ্যাসন বা সংস্কৃত মন ইহাদের কোনওটিকেই অঙ্গী বা প্রধানরূপে স্বীকার না করিয়া বিশিষ্ট শব্দাবধারণরূপ শ্রবণকেই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য ব্যাসতীর্থ, মণ্ডনমিশ্র এবং বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়, তাঁহার *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থে অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত *ন্যায়ামৃত*কারের আপত্তিসমূহ পূর্বপক্ষরূপে বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপিত হইতেছে।

*ন্যায়ামৃত*কার শাব্দাপরোক্ষব্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া শ্রবণের অঙ্গিত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত বলেন যে কেবলমাত্র বৈদিকবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, শ্রবণরূপ সহকারীর দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ শ্রবণ হইল তর্কবিশেষ, সুতরাং অপ্রমাণ। অপ্রমাণ সহকারী হইতে পারে মাত্র, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি করণ হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আকাঙ্ক্ষাদি সামগ্রীযুক্ত হইয়া শব্দজ্ঞানেই যখন করণতা সম্ভব হয়, তখন শ্রবণরূপ তাৎপর্যজ্ঞানের করণকোটিতে প্রবেশ ব্যর্থই হয়। কারণ শ্রবণরূপ তাৎপর্যজ্ঞান তাৎপর্যভ্রমের নিরাসমাত্র করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যদি শ্রবণরূপ বিচারকে করণরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মননাদিরূপ বিপরীতভাবনানিবর্তক তর্ককেও করণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে – যাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, তাৎপর্যজ্ঞান তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির প্রতি অপেক্ষিত হয় বলিয়া তাহা তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির করণ হইতে পারে। *ন্যায়ামৃত*কার ইহার বিরুদ্ধে বলেন যে, পূর্বপক্ষীর এইরূপ বক্তব্য যথার্থ নহে। কারণ যদি তাৎপর্যজ্ঞান তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির প্রতি করণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদবাক্যেও তাৎপর্যভ্রম হইতে পারে এবং বেদবাক্য ব্যতীত আগমাদিতেও তাৎপর্যপ্রমা উৎপন্ন হইতে পারে। ফলতঃ যদি এইরূপ মত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শাব্দজ্ঞানের করণে দুষ্টত্বাদুষ্টত্ব ব্যবস্থাই সম্ভব হইবে না। এই তাৎপর্যেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছন- "কিং চ তাৎপর্যজ্ঞানস্যাপি করণত্বে বেদেঽপি তাৎপর্যভ্রমসম্ভবাৎ, বাহ্যাগমেঽপি তাৎপর্যপ্রমাসম্ভবাৎ শাব্দজ্ঞানকরণস্য দুষ্টতাদুষ্টত্বব্যবস্থা ন স্যাৎ"[৩১]।

তিনি শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন যে শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলিতে পারেন যে, "তস্মৈ মৃদিকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"[৩২]। অর্থাৎ রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত সেই নারদকে ভগবান সনৎকুমার অবিদ্যারূপ অন্ধকারের পার অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেখাইলেন। এইরূপ শ্রুতিবাক্যে 'দর্শয়তি' অর্থাৎ 'দর্শন' পদের পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অর্থই বিবক্ষিত। আর এই শ্রুতির অনুরোধেই "তদ্ধাঽস্য বিজজ্ঞৌ"[৩৩] এই শ্রুতি বাক্যেও 'বিজজ্ঞৌ' পদেরও অপরোক্ষত্বরূপ অর্থই বিবক্ষিত।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ মতর বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার বলেন যে, "মৈবম্, 'তদ্ধাঽস্য বিজজ্ঞা'বিত্যাদেঃ পরোক্ষজ্ঞানেনাপি চরিতার্থত্বাৎ। দর্শয়তীত্যাদেস্তু গ্রামমার্গোপদেষ্টরি গ্রামং দর্শয়ীতীতিবৎ পরংপরয়া

---

[৩১] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২২-২৩

[৩২] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৩/২৬/২

[৩৩] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/১৬/৩*

সাক্ষাৎকারসাধনত্বেন কৃতার্থত্বাৎ। অন্যথা 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্য'মিত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ"[৩৪]। *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে "তমসঃ পারং দর্শয়তি" এইরূপ শ্রুতিবাক্যে প্রযুক্ত 'দর্শয়তি' পদ গৌণার্থক, যেমন-গ্রাম দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও কোনও গ্রামের মার্গদর্শককে 'এইতো গ্রাম দেখা যাইতেছে' এইরূপ বলা হইয়া থাকে, এই ক্ষেত্রে 'দর্শয়তি' পদটি গৌণার্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ সনৎকুমারের পরব্রহ্মকে দর্শন করান পরোক্ষজ্ঞান দর্শন করানই হইয়া থাকে এবং সেই পরোক্ষজ্ঞান পরবর্তীকালে মানস সাক্ষাৎকারের প্রযোজকই হইয়া থাকে। আর পরব্রহ্মের মানসসাক্ষাৎকার স্বীকার না করা হইলে "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[৩৫], অর্থাৎ মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য বা আচার্যোপদেশানুযায়ী দ্রষ্টব্য, এইরূপ শ্রুতি বিরোধী হইয়া পড়িবে।

বস্তুতঃপক্ষে *ন্যায়ামৃত*কার যুক্তি এবং শ্রুতির সহায়তায় শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে ব্যাসতীর্থকৃত *ন্যায়ামৃত* অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদের আপত্তি সমূহ উত্থাপন করা হইয়াছে। অনন্তর পরবর্তী অধ্যায়ে অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে *ন্যায়ামৃত*কারের মত খণ্ডিত হইবে।

---

[৩৪] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭০-৭১

[৩৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

সপ্তম অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে *ন্যায়ামৃতোক্ত* আপত্তিসমূহ খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

*ন্যায়ামৃত*কার শ্রবণাঙ্গিত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, শ্রবণ বিধিবাক্য বা বেদান্তবাক্যের ইতিকর্তব্য বা সহায়করূপ ব্যাপার হইবার কারণে ব্রহ্মত্মৈক্য সাক্ষাৎকারের প্রতি তাহা করণ হইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, 'শব্দশক্তিতাৎপর্যের অবধারণ'ই হইল 'বিচার' শব্দের অর্থ। যে শব্দের দ্বারা তাৎপর্যের নিশ্চয় হইয়া যায়, সেই শব্দকে করণরূপে স্বীকার করা হয়। অতএব বিচারও করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অতএব শ্রবণ ইতিকর্তব্য নহে বরং ইতিকর্তব্যের অঙ্গী হইয়া থাকে। অনুমিতির প্রতি যেমন লিঙ্গজ্ঞান করণ হইয়া থাকে, তেমনি শাব্দজ্ঞানের প্রতি শ্রবণরূপ তাৎপর্যবিশিষ্ট জ্ঞানকে করণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়া বলেন যে, আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত হইয়া শব্দই করণ হইতে পারে, শ্রবণ নহে। যদি শ্রবণরূপ বিচারকে করণরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মননাদিরূপ বিচার বা তর্ককেও করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কেহই তর্ককে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা খণ্ডনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, যদি তাৎপর্যজ্ঞানকে করণরূপে স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষাদিকেও করণ বলা যাইতে পারে না। কারণ সাকাঙ্ক্ষত্বাদি জ্ঞানও নিরাকাঙ্ক্ষত্বাদি ভ্রমনিবৃত্তির প্রতি ক্ষীণ হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত *ন্যায়ামৃত*কার অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কথা বলিয়াছিলেন যে, তাৎপর্যজ্ঞানের দ্বারা শাব্দবোধ এবং শাব্দবোধের দ্বারা তাৎপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় – এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাৎপর্যজ্ঞান সর্বত্র কারণ হইতে পারে না কিন্তু সংশয়াদির উত্তরকালীন প্রত্যক্ষে যেমন বিশেষদর্শন অপেক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনি সংশয় ও বিপর্যয়জ্ঞানের উত্তরভাবী শাব্দজ্ঞানে তাৎপর্যজ্ঞান অপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই শাব্দজ্ঞানস্থলেও অর্থের অবগমমাত্র হওয়ায় তাৎপর্যের গ্রহণও হইয়া যায়। সেই শাব্দবোধের প্রতি সংসর্গের অববোধ বিশেষভাবে অপেক্ষিত হইতে পারে না।

*ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে, তাৎপর্যজ্ঞানকে তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির কারণরূপে স্বীকার করা হইলে বৈদিকবাক্যকেও ভ্রমসম্ভাবনাযুক্ত বলিতে হইবে এবং বেদবাক্যভিন্ন অন্যবাক্য বা আগমকে তাৎপর্যপ্রমা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পুরুষ অপরকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। অতএব বৈদিকবাক্যভিন্ন অন্যবাক্য বা আগম দুষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে সেই আগমে যথার্থতাৎপর্যনিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্টত্ব পুরুষেই হইয়া থাকে যথার্থতাৎপর্যুক্ত বৈদিকবাক্যে নয়। ফলতঃ কোন্ বাক্য দুষ্ট হইতে পারে এবং কোন্ বাক্য অদুষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ শাব্দজ্ঞানের করণ বাক্য বা শব্দে দুষ্টত্বাদুষ্টত্ব উপপন্ন হইয়া যায়।

তাৎপর্যজ্ঞান যে কেবল দুষ্টাত্বাদুষ্টত্ব উপপন্ন করে তাহা নহে, তাৎপর্যজ্ঞান শব্দবোধের প্রতি সন্নিপত্যোপকারকও হইয়া থাকে। যেমন- যাগাদির প্রতি অবঘাতাদি ক্রিয়াকে সন্নিপত্য উপকারকরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। উপকারক দুই প্রকার হইয়া থাকে- আরাদুপকারক এবং সন্নিপত্য উপকারক। যে উপকারক করণীভূত বিষয় হইতে দূরবর্তী থাকিয়া করণের উপকারক হয়, তাহাকে আরাদুপকারক

বলে। আর যে উপকারক করণীভূত বিষয়ের সান্নিধ্যে থাকিয়া উপকারক হয়, তাহাকে সন্নিপত্য উপকারক বলে। যেমন- দর্শপূর্ণমাস যাগে প্রযাজাদি বিষয় করণীভূত দ্রব্য এবং দেবতা হইতে আরাৎ বা দূরবর্তী থাকিয়া করণের উপকারক হয় বলিয়া প্রযাজাদি হইল করণীভূত বিষয়ের আরাদুপকারক। আর অবঘাত বা বৈধ অবহনন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্রব্য এবং দেবতার সন্নিধানে থাকিয়া যাগাদির প্রতি করণীভূত বিষয়ের উপকারক হয় বলিয়া, অবঘাতাদি হইল সন্নিপত্য উপকারক। কারণ অবঘাত ব্রীহিরূপ দ্রব্যের সঙ্গে সান্নিধ্যযুক্ত হইয়া ব্রীহির আবরণ উন্মোচন করে। অনুরূপভাবে তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের করণীভূত পদ বা পদজ্ঞানের সান্নিধ্যে আসিয়া অর্থাৎ পদজ্ঞানের বিশেষণ হইয়া শাব্দবোধ উৎপত্তির প্রতি পদজ্ঞানের সন্নিপত্যোপকারক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অবঘাত ব্রীহিরূপ দ্রব্যের সন্নিপাত করে এবং তাৎপর্যজ্ঞান করণীভূত পদজ্ঞানের সন্নিপাত করে অর্থাৎ সান্নিধ্যে থাকিয়া উপকারক হইয়া থাকে।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রসণখ্যানবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত বলেনযে, যদি নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনার দ্বারা যদি সাক্ষাৎকার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মসাক্ষাৎকার কামিনীসাক্ষাৎকাররূপ অপ্রমা হইয়া পড়িবে। যদি ইহা বলা হয় যে, নিদিধ্যাসন প্রতিপাদক বেদবাক্যরূপ মূলবিষয়ের দৃঢ়তা এবং নির্দোষতার কারণে উক্ত সাক্ষাৎকারে অপ্রমাত্বের প্রসক্তি হয় না, তাহা হইলে মূলরূপ বেদকেই সাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আর বেদ ব্যতীত নিদিধ্যাসনের সাক্ষাৎকারের প্রতি আবশ্যকতা নাই। অতএব নিদিধ্যাসনসহকৃত মনেও সাক্ষাৎকারের করণতা নিরস্ত হইয়া যায়। কারণ উক্ত বাক্যের দ্বারা শ্রবণেই সাক্ষাৎকারের করণতা সিদ্ধ হইয়া যায়, মনাদিতে নহে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, শব্দজন্যজ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হওয়ায় প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইয়া যাইবে।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "ন চ – এবং প্রত্যক্ষান্তর্ভাবঃ শব্দস্য স্যাদিতি বাচ্যম্, বোধ্যভিন্নার্থকশব্দাতিরিক্তত্বে সতি প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্বস্য প্রত্যক্ষস্যান্তর্ভাবে তন্ত্রত্বাৎ"[৩৬]। তাৎপর্য এই যে, শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভূক্ত হইতেই পারে না। কারণ প্রমাত্রভিন্নার্থকশব্দাতিরিক্তত্ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্বরূপ ধর্মই প্রত্যক্ষপ্রমাণত্বের প্রযোজক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষাত্মক শাব্দবোধের জনক শব্দ প্রমাত্রভিন্নার্থক হইলেও তাহা শব্দাতিরক্ত না হওয়ায়, শব্দকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিয়াছে যে, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[৩৭] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মনেরই প্রত্যেক্ষের প্রতি করণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দে কোনও প্রমাণের দ্বারাই করণত্ব প্রতিপাদিত হয় না। অতএব শব্দগত প্রত্যক্ষপ্রমাকরণতা আগমবিরুদ্ধ হইবার কারণে শব্দকে প্রত্যক্ষের প্রতি করণ বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ পূর্বক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, "চেন্ন 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামী'ত্যাদৌ তত্র সাধুরিতি তদন্যাসাধুত্বে সতি তৎসাধুত্বরূপসাধ্যর্থবিহিততদ্ধিতশ্রুত্যা এব মানত্বাৎ"[৩৮]। তাৎপর্য এই যে, "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"[৩৯] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'উপনিষদ্'

---

[৩৬] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৬

[৩৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

[৩৮] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৭

[৩৯] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

পদের উত্তর "তত্র সাধু"[৪০] এই সূত্র দ্বারা বিহিত তদ্ধিত (অণ্) প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, এই তদ্ধিত প্রত্যের দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মগত সাধুতা এই যে, তাহা উপনিষদ্ প্রমাণজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়, অন্যপ্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। ফলতঃ আত্মাপরোক্ষপ্রমার করণতা 'উপনিষদ্' পদের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া যায়।

গবেষণানিবন্ধের এই অন্তিম অধ্যায়ে মধুসূদন সরস্বতীকৃত *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ বিচার এবং স্থাপন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়েই পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শব্দ করণ। ইহাই শাব্দাপরোক্ষবাদ।

[৪০] *পাণিনিয়সূত্র ৪/৪/৯৮*

উপসংহার

*বিবরণ*সম্প্রদায় এইপ্রকারে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ এবং অপরোক্ষস্বভাব। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম"[৪১] এইরূপ শ্রুতি অনুসারে *বিবরণ*সম্প্রদায়ের আচার্যগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতেও অপরোক্ষস্বভাব। এইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত যাহা অভেদসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয় তাহাই অপরোক্ষ হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তিচিদভিন্নত্বই বিষয়ের আপরোক্ষ্য এবং অপরোক্ষবিষয়কজ্ঞানই অপরোক্ষপ্রমা। বর্তমান গবেষণানিবন্ধে *বিবরণ* অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ন্যায়াদি সম্প্রদায় যেরূপে করণমহিমায় জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণ করেন, সেইরূপে জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ দুষ্পরিহর হইবে। এই কারণেই বিষয়মহিমায় জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপণই শ্রুতি এবং যুক্তিসঙ্গত।

*পরিমল*কার *বিবরণ*সম্মত বিষয়গত আপরোক্ষ্যের লক্ষণবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন যে বিজ্ঞপ্তিচৈতন্যের সহিত যে অভেদকে বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক বলা হইয়াছে, সেই অভেদ কী প্রকার? তিনি বহু বিকল্প খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বই জ্ঞানের আপরোক্ষ্য। কিন্তু *পরিমল*সম্মত এইরূপ জ্ঞানগত আপরোক্ষ্যের লক্ষণ স্বীকৃত হইলে ন্যায়মতপ্রবেশ অনিবার্য হইবে; যেহেতু এই লক্ষণে জ্ঞানের জনক বা করণের দ্বারাই জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপিত হইয়াছে। *পরিমলে* উল্লিখিত জ্ঞানগত আপরোক্ষ্যের এইরূপ লক্ষণ "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রদত্ত এইরূপ জন্যাজন্যসাধারণপ্রত্যক্ষলক্ষণেরই অনুরূপ। কিন্তু

---

[৪১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/১*

জ্ঞানের করণ বা জ্ঞানের জনকের দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যে জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপিত হয় না, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মন *বিবরণ*মত অনুসারে বৃত্তির উপাদান হওয়ায় উহা অখণ্ডাকারা বৃত্তির করণ হইতে পারে না।

এই জন্যই *বিবরণ*চার্যের মতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তরই অপরোক্ষস্বভাব ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞাতার চিত্তে অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনারূপ দোষবশতঃ উক্ত জ্ঞানের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় না হইতে পারে। শ্রবণমননাদি তর্কের দ্বারা এইসকল চিত্তদোষ দূরীভূত হইলে বিষয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয়। ইহাই *বিবরণ*রহস্য।

গ্রন্থপঞ্জী

অখণ্ডানন্দ মুনি, *তত্ত্বদীপন, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী,১৯৯৫

ঈশোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৩

ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা,* পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা,২০০৭

উদয়নাচার্য, *আত্মতত্ত্ববিবেক,* আচার্য কেদারনাথ ত্রিপাঠী (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১২

কঠোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১২

চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা,* প্রত্যক্‌স্বরূপ, *নয়নপ্রসাদিনী,* স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২২

ছান্দোদ্যোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১১

জ্ঞানঘন, *তত্ত্বশুদ্ধি,* সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী এবং ই.পি. রাধাকৃষ্ণণ (সম্পাদক), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯

তৈত্তিরীয়পনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১২

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্তপরিভাষা,* পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), সতীনাথ ভট্টাচার্য (প্রকাঃ), কলিকাতা,১৮৮৩ শকাব্দ

পতঞ্জলি, *যোগসূত্র,* শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য, *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলিকাতা,১৯৮৮

প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী,১৯৯৫

প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ,* কিশোরদাস স্বামী (সম্পাদক),স্বামী রামতীর্থ মিশন, উত্তরাঞ্চল,২০০৩

বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* বাচস্পতিমিশ্র, *ভামতী,* অমলানন্দ সরস্বতী, *কল্পতরু,* অপ্পয় দীক্ষিত, *পরিমল,* অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,১৯৮২

বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনুদিত), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পাদক), বেদান্তদর্শনম্ এর অন্তর্গত, প্রথম অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৬

বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনুদিত), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পাদক), *বেদান্তদর্শনম্* এর অন্তর্গত, তৃতীয় অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৪

বিদ্যারণ্যমুনি, *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ,* অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও ব্যখ্যাত), শ্রমতি সুপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা,১৯৯২

বিদ্যারণ্যমুনি, *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ,* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ (অনুদিত), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৩

ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত, ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,২০২১

ভট্ট, কুমারিল, *শ্লোকবার্ত্তিক,* গঙ্গানাথ ঝা (সম্পাদক), শ্রী সৎগুরু পাব্লিকেশনস, দিল্লী, ১৯৮৩

মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়সূত্র,* বাৎস্যায়ন, *বাৎস্যায়নভাষ্য,* শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাদক), *ন্যায়দর্শন* -এর অন্তর্গত, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২

মহর্ষি জৈমিনি, *মীমাংসাসূত্র,* শবরস্বামী, *শাবরভাষ্য,* মহামহোপাধ্যায় ডঃ গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর(সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,২০১৯

মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী,১৯৯৫

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১২

মিশ্র, বাচস্পতি, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* রমেশচন্দ্র তর্কসাংখ্যবেদান্তমীমাংসাতীর্থ (সম্পাদক), মেট্রোপলিটন, কলিকাতা, ১৯৩৫

মিশ্র, মন্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি,* প্রফেসর এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,২০১০

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৩

শ্রীমদ্ ভগবদগীতা, মধুসূদন সরস্বতী, *গুঢ়ার্থদীপিকা,* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ (অনুদিত), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পাদক), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬

সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* লোকনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা,২০১৪

সরস্বতী, মধুসূদন, *অদ্বৈতসিদ্ধি, ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,২০২১

সরস্বতী, মধুসূদন, *অদ্বৈতসিদ্ধি,* পন্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), পরিমল পাব্লিকেকেশানস্, দিল্লী,১৯৮৮

সুরেশ্বরাচার্য, *বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক,* আনন্দগিরি, *শাস্ত্রপ্রকাশিকা,* কাশীনাথ মিশ্র (সম্পাদক), তৃতীয় খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা,১৯৩৭

Rupa Bandyopadhyay 22.01.2024

Rupa Bandyopadhyay
Professor of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Sudip Bag 22.01.2024